রূপগঞ্জে গোলাগুলিতে ব্যবসায়ী নিহতের ঘটনায় আসামিদের গ্রেপ্তার দাবি



আসামিদের গ্রেপ্তার দাবিতে বিক্ষোভ

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ নেতাকে ছাড়াতে গিয়ে নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জে ছাত্রদল ও যুবদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে মামুন মিয়া নামে এক মুদি দোকানদার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। নিহতের ঘটনায় নিহতের স্বজন, বিএনপি নেতাকর্মী ও এলাকাবাসী আজ শুক্রবার (১৩ জুন) ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ভুলতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির হোসেন খোকাকে ছাড়াতে গিয়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে এর জের ধরে যুবদল নেতা বাদল ভুঁইয়া ও ছাত্রদল নেতা জাহিদুল ইসলাম বাবু গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি হয়। এক পর্যায়ে মামুন মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। নিহত মামুন মিয়া ছিলেন বাদল ভুঁইয়ার ভাই।

অপরদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমানকে জড়িয়ে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের নেতারা। উপজেলার পূর্বাচল উপশহরের গোয়ালপাড়া এলাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মাহবুবুর রহমান জানান, ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই এবং তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় করতে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার ১০ জুন বিকালে রূপগঞ্জ উপজেলার মাঝিপাড়া এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ভুলতা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির হোসেন খোকাকে যুবদল নেতা বাদল ভুইয়ার লোকজন ও এলাকাবাসী আটক করে গণপিটুনি ও হাত-পা ভেঙে দেয়। পরে সাব্বির হোসেন খোকাকে ছাড়াতে গিয়ে যুবদল নেতা বাদল ভুঁইয়া গ্রুপ ও ছাত্রদল নেতা জাহিদুল ইসলাম বাবু গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে ব্যবসায়ী মামুন মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

এ ঘটনায় ১০ জুন বিকালে সংঘটিত ০টনায় বাদল ভুঁইয়া বাদী হয়ে ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে রূপগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। গুরুতর আহত সাব্বির হোসেন খোকাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করার আশ্বাস দিলেও এলাকাবাসী দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়ে সড়ক অবরোধসহ ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।